দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা, ২রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল মতিনের বিরুদ্ধে কলেজ তহবিল তসরুফের প্রচেষ্টা, দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বিগত স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় আইউব আলী নামে একজন

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

দুর্নীতির অভিযোগ

(৩য় পৃঃ পর)

কেরানীর যোগসাজশে খাতাপত্রে কারচুপির মাধ্যমে আদায়কৃত ফিসের ৫১ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ইহাছাড়া, নিয়মনীতি ভঙ্গ করিয়া উক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কলেজ তহবিলের ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা নিজের নিকট রাখিয়া দেন। পরবর্তীকালে উক্ত টাকা আত্মসাতের বিষয়টি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ এবং ইহা লইয়া বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইলে চাপের মুখে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সমুদয় অর্থ জমা করিয়া দেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, বিগত কলেজ পরিচালনা পরিষদের (গভর্নিং বডি) অভিভাবক সদস্য নির্বাচনেও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া পরিচালনা পরিষদে নিজের প্রভাব বজায় রাখার জন্য ডিগ্রী ক্লাসে ৬ শত ছাত্র অভিভাবকের স্থলে তাঁহার সমর্থক মাত্র ১০ জন অভিভাবককে ভোটার করিয়াছেন। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিজের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছুটিতে গেলে কিংবা নিজের বা কলেজের কাজে বাহিরে গেলে তিনি নিজের পক্ষের একজন জুনিয়র প্রভাষককে দায়িত্ব দিয়া যান। অথচ এই কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সহকারী অধ্যক্ষ রহিয়াছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দুর্নীতি ও কার্যকলাপের দরুন আলমডাঙ্গা কলেজে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নির্দেশে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করেন। এব্যাপারে নির্বাহী অফিসারের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি অভিযোগসমূহের প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন।